সূচীঃ পৃষ্ঠা নং

- সমিতির কি ম্যাপ ০২-০৩
- এক নজরে তথ্যাবলী এপ্রিল-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৪
- এক নজরে এপ্রিল-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত সমিতির অর্জন ০৫
- শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ০৬
- শ্রেণী ভিত্তিক গ্রাহক ০৭
- কেপিএ/পিটিএ অর্জন ০৮
- বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ইউনিট প্রতি আয়/ব্যয় বিবরণী ০৯
- রক্ষনাবেক্ষণ কাজের বিবরণ ১০
- অফিস ও ক্যাম্পাস পরিবেশ ও সৌন্দর্য করণের তথ্য ১১-১২
- শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত তথ্য ১৩
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কর্মসূচী ১৪-১৫
- পবিসের কারিগরী সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৬-১৭

সমিতির কি ম্যাপ

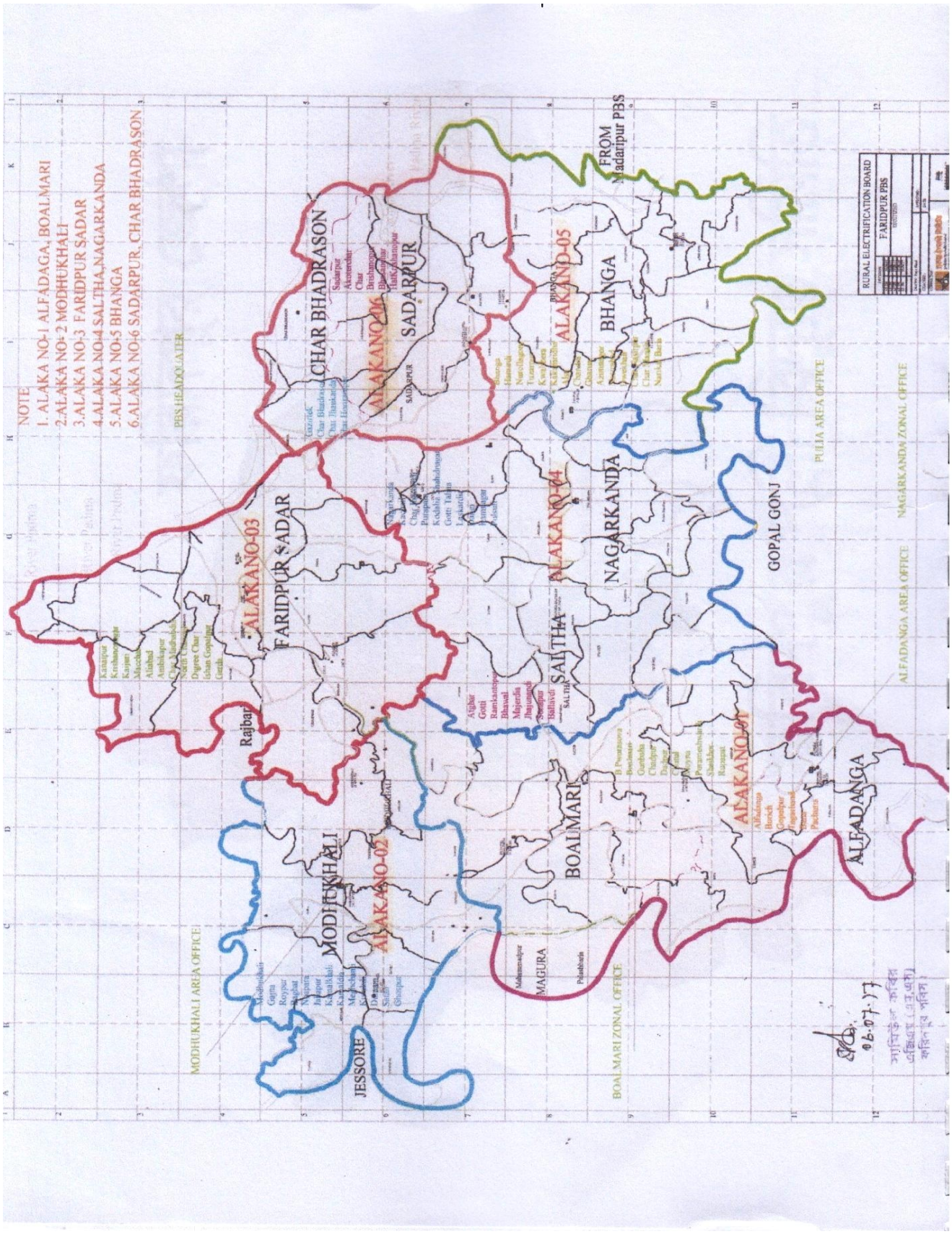

NOTE
1. ALAKA NO-1 ALFADAGA, BOALMARI
2.ALAKA NO-2 MODHUKHALI
3.ALAKA NO-3 FARIDPUR SADAR
4.ALAKA NO-4 SALTHA,NAGARKANDA
5.ALAKA NO-5 BHANGA
6.ALAKA NO-6 SADARPUR, CHAR BHADRASON
PBS HEADQUATER
CHAR BHADRASON
SADARPUR
ALAKANO-06
ALAKANO-05
BHANGA
FROM Madaripur PBS
ALAKANO-03
FARIDPUR SADAR
ALAKANO-04
NAGARKANDA
SALTHA
GOPAL GONJ
PULIA AREA OFFICE
NAGARKANDA ZONAL OFFICE
ALFADANGA AREA OFFICE
Rajbari
MODHUKHALI
ALAKANO-02
BOALMARI
ALAKANO-01
ALFADANGA
MAGURA
JESSORE
MODHUKHALI AREA OFFICE
BOALMARI ZONAL OFFICE
RURAL ELECTRIFICATION BOARD
FARIDPUR PBS

ফরিদপুর জেলা
মধুখালী
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
ফরিদপুর সদর
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
চরভদ্রাসন
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
সদরপুর
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
জুন ২০১৯ (১০০%)
নগরকান্দা
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
সালথা
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
বোয়ালমারী
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
জুন ২০১৯ (১০০%)
ভাঙ্গা
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
জুন ২০১৯ (১০০%)
আলফাডাঙ্গা
শতভাগ বিদ্যুতায়িত
ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এক নজরে তথ্যাবলী এপ্রিল-২০২২

০১।	প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ ১২/১০/১৯৯৫ খ্রিঃ।
০২।	বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ ২১/১২/১৯৯৫ খ্রিঃ।
০৩।	আওতাভুক্ত উপজেলা	ঃ ০৯ টি সম্পূর্ণ ও ০৩ টি আংশিক। (ফরিদপুর সদর, নগরকান্দা, ভাঙ্গা, সদরপুর, চরভদ্রাশন, বোয়ালমারী, মধুখালী, আলফাডাঙ্গা, সালথা, লোহাগড়া(নড়াইল), মাগুরা(মোহাম্মদপুর), হরিরামপুর(মানিকগঞ্জ)।
০৪।	আওতাভুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম	ঃ ৮৯ টি ও ১৮৯৩ টি (তন্মধ্যে অফগ্রিডভুক্ত ইউনিয়ন-১০টি ও গ্রাম-৮৭টি)।
০৫।	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা	ঃ ০৯ টি (ফরিদপুর জেলা) ও অন্য জেলার আংশিক ০৩ টি।
০৬।	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	ঃ ২১৬১ বর্গ কিঃ মিঃ।
০৭।	অফিসের বিবরণ	
	ক) সদর দপ্তর	ঃ ০১ টি (কানাইপুর, ফরিদপুর)
	খ) জোনাল অফিস	ঃ ০৩ টি (বোয়ালমারী, নগরকান্দা ও মধুখালী)।
	গ) সাব-জোনাল অফিস	ঃ ০৫ টি (সদরপুর, আলফাডাঙ্গা, সালথা, পুলিয়া, চরভদ্রাসন)।
	ঘ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ১৯ টি (গজারিয়া, ভাটপাড়া,খলিল মন্ডল হাট, তালমা, ধুলদী, বেড়ীরহাট, রুপাপাত, হামিরদী, আড়িয়াল খাঁ, কামারখালী, বোয়ালিয়া, ফুলবাড়ীয়া, মুজুরদিয়া, ময়েনদিয়া, খরসূতী, চরসালিপুর, কবিরপুর, চাঁদহাট ও নকুলহাটি)
০৮।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ৫৫৮ জন।
	ক) কর্মকর্তা	ঃ ২০ জন।
	খ) কর্মচারী	ঃ ৫৩৮ জন।
০৯।	নির্মিত লাইন (কিলোমিটার)	ঃ ৯১২০.৭৯৬ কিঃ মিঃ
১০।	সাব-স্টেশন (সংখ্যা ও ক্ষমতা)	ঃ ১৬ টি ও ২২৫ এমভিএ।
১১।	পিক লোড	ঃ ১০৬ মেঃওঃ।
১২।	সিস্টেম লস (এপ্রিল'২২ পর্যন্ত)	ঃ ১০.১৭%।
১৩।	মোট গ্রাহক সংখ্যা	ঃ ৪,৪০,৫৬০ জন।
	ক) আবাসিক	ঃ ৩,৯৯,১৪৮ জন।
	খ) বানিজ্যিক	ঃ ২৯,২৯৭ জন।
	গ) শিল্প	ঃ ২,১১৩ জন।
	ঘ) সেচ	ঃ ২,৯৭৬ জন।
	ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ ৬,৭১৩ জন।
	চ) অন্যান্য	ঃ ৩১৩ জন।
১৪।	রাজস্ব আদায়	ঃ ২,০৫৮,৫৫৩,৭৯৩.০০ টাকা
১৫।	বিল আদায়ের হার	ঃ ৯৪.৯৮ %
১৬।	বকেয়া মাস	ঃ ১.১৮
১৭।	পবিসের লাভ/ক্ষতি (প্রতি ইউনিট)	ঃ ০.৮৭ টাকা।
১৮।	মোট সম্পত্তির পরিমাণ	ঃ ১০,৩০৮,০৫৩,৯৭৫ টাকা।
১৯।	**অফগ্রিড এলাকা বিদ্যুতায়ন সংক্রান্ত**	
	ক) আওতাভুক্ত উপজেলা	ঃ ০৪ টি (চরভদ্রাশন, সদরপুর , ফরিদপুর সদর, হরিরামপুর)।
	খ) আওতাভুক্ত ইউনিয়ন	ঃ ১০ টি (গাজিরটেক, চর ঝাউকান্দা, চর হরিরামপুর, নাছিরপুর, ঢেউখালী, ডিগ্রীর চর, নর্থ চ্যানেল, আজিমনগর, সুতানলী, লেছরাগঞ্জ)।
	গ) গ্রাম	ঃ ৮৭ টি।
	ঘ) মোট বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত গ্রাহক সংখ্যা	ঃ ১১,৬৩৬ জন।
	ঙ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০২ টি (কবিরপুর, চরসালিপুর)।
	চ) নির্মিত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৪৪৭.০০ কিঃমিঃ।
	ছ) সাব-স্টেশন (সংখ্যা ও ক্ষমতা)	ঃ ০২ টি ও ২০ এমভিএ।
	জ) সাবমেরিন ক্যাবল(সংখ্যা, দূরত্ব)	ঃ ৪ টি, ৬ কিঃমিঃ (C&B ঘাট, ভূঁইয়া বাড়ির ঘাট, চরহাজীগঞ্জ ঘাট, গোপালপুর ঘাট)।

এক নজরে ২০২১-২২(এপ্রিল'২২) খ্রি: পর্যন্ত সমিতির অর্জন

- গ্রাহক সংখ্যা – ৪,৪০,৫৬০ জন
- নতুন সংযোগ প্রদান -৪০,০৯৬ টি
- মোট বিদ্যুতায়িত লাইন - ৯১২০.৭৯৬ কিঃমিঃ
- মোট উপকেন্দ্র ১৬ টি, মোট ক্ষমতা ২২৫ এমভিএ
- সমিতির ডিমান্ড ১০৬ মে:ওয়াট
- মোট সেচ গ্রাহক -২৯৭৬ টি
- শিল্প সংযোগ -২১১৩ টি
- মোট গ্রাম -১৮৯৩ টি
- বিদ্যুতায়িত গ্রাম -১৮৯৩ টি
- উপজেলা ০৯টি, শতভাগ বিদ্যুতায়ন উপজেলা ০৯ টি
- গড়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ ক্রয় -১৬,৯৭,৮৮,১১২ টাকা
- গড়ে প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিক্রয় -১৯,৮৪,২৫,৮৯৯ টাকা
- বিদ্যুৎ ক্রয় প্রতি ইউনিট -৪.৬৬ টাকা
- বিদ্যুৎ বিক্রয় প্রতি ইউনিট -৬.০৬ টাকা
- মোট ৩৩ কেভি লাইন- ২৫৪ কিঃমিঃ
- ৩৩ কেভি লাইন জিআইএস করণ ১০০%
- ১১ কেভি লাইন জিআইএস করণ ১৩২৮কিঃমিঃ
- ওয়ার্কসপে ট্রান্সফরমার মেরামত ১৪৭৬ টি
- ওভারলোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন ৮৬৯ টি

শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার

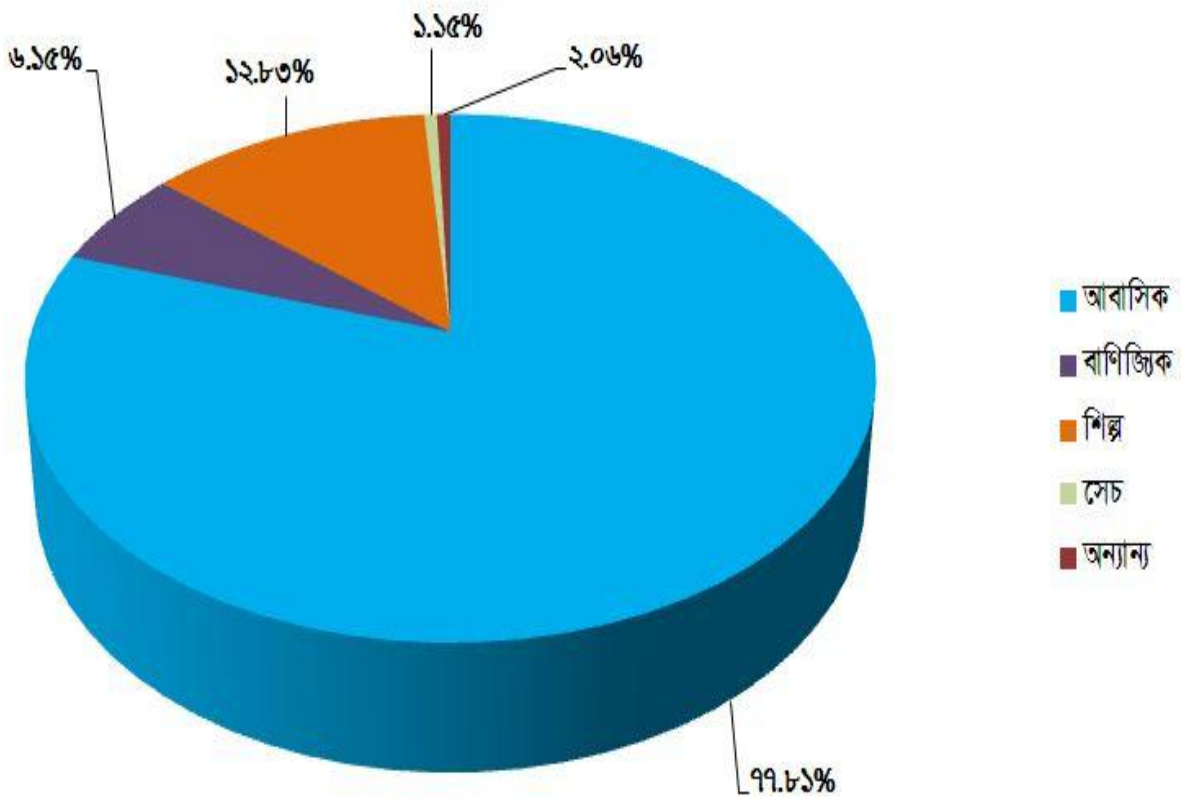

শ্রেণী ভিত্তিক গ্রাহক

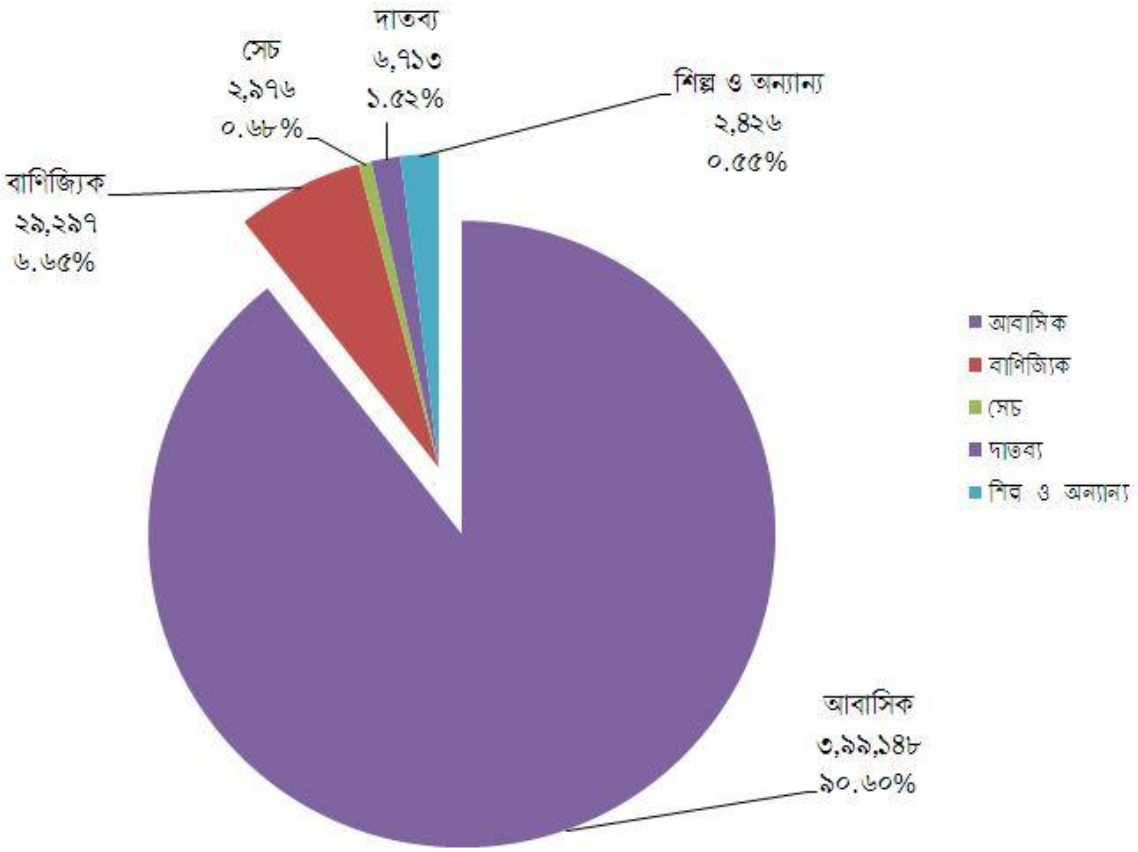

PTA/APA TARGET

SL NO	Description		W.F	PTA Target 2020-21	Achieved	PTA Target 2021-22	Achieved (Upto Apr/2022)
1	a) System Loss (Billing Meter) (without re-sale)	L.B	20	11.50%	14.09%	11.50%	10.17%
2	Accounts Receivable (month) (Withour GOB Rebate & Resale)	L.B	10	1.15	0.77	1.00	1.18
3	Collection Bill (CB) Ratio (%) (W/o GOB Rebate and Resale)	H.B	1	98.00%	102.66%	98.00%	94.98%
4	Payment of Debt Service (000)	H.B	5	150000	154401	200000	120926
5	O & M Expences (Excluding. Pc ,Dep , Interest & Prov.uncoll/kwh sold. (Without Resale)	L.B	2	1.01	0.94	0.87	1.10
6	Rev./KM of line w/o Resale (TK)	H.B.	1	213	276	260	226
7	Ratio of Inspection & maint. of dist.line(km) Against Energized Line (KM)	H.B.	1	100%	100%	100%	100%
8	Ratio of damaged & Repairable Transformer (No.) against total Installed Transformer (no)	L.B.	1	1.50%	5.08%	1.50%	0.21%
9	Pending Repairable transformers on 30th Oct-21(From inception repair within 31st Dec-21 (Higher Better)	H.B	5			100.00%	150.00%
	Percentage of Damaged Transformer Repaired	H.B	2	95.00%	112.57%	95.00%	100.00%
10	Store Management performance	HB	1	100%	100%	100%	100%
	a) Physical Inventory of all Stores under PBS						
	b) Timely closeout of mini & Force Work order		1	90%	97%	90%	95%
11	Maintenance and Upgradation of TMLM sortware (Higher Better)	HB	2	80%	95.00%	80%	82.00%
12	Improvement of Power Factor	HB	1	0.10%	0.00%	0.00%	0.23%
13	Action on Meter Report	H.B	1	0.92	0.95	0.93	0.94
14	Average Training hour per Employee (Hours)	H.B	1	100%	100%	100%	100%
15	Timeliness to attend Consumer's complain	H.B	1	65	68	75	80.47
16	No. of Public Hearing	H.B	1	100%	100%	100%	100%
17	System Average Interruption Duration index (SAIDI)	L.B.	2	12	37	18	14
18	System Average Interruption frequency index (SAIFI)	L.B.	1.5	950	215.772	875	81.13
19	% of overloaded Transformer ag. Total installed	L.B.	1.5	39	7.1363	39	0.47
20	% of New Connected Consumers	H.B	2	100%	100%	100%	100%
21	Accounts Payable	L.B.	1	1	1	1	1
22	Inter-PBS Transaction	H.B	3	90%	90.00%	90%	45%
23	GIS Mapping of 33 KV lines- KM	H.B	1	37	37.93	7	3
24	GIS Mapping of 11 KV Backbone lines- KM	H.B	1	466	474.07	600	31.85
			70				

বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ইউনিট প্রতি আয়/ব্যয় বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরন	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২ (এপ্রিল/২২ পর্যন্ত)
১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	৬.১০	৫.৮৬	৫.৮১	৬.০৪	৬.০৭
২	অন্যান্য পরিচালন আয়	০.২০	০.১৬	০.১০	০.১৫	০.২৩
৩	মোট পরিচালন আয়(১+২)	৬.২৯	৬.০২	৫.৯২	৬.১৯	৬.২৯
৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	৩.৭৯	৩.৩৯	৩.৩৩	৩.৭২	৩.৬৯
৫	বিতরন খরচ - ও এন্ড এম	০.৪০	০.৩৬	০.৪৩	০.৩৭	০.৫২
৬	গ্রাহক প্রতি বিদ্যুৎ বিক্রয় খরচ	০.৪৪	০.৩৬	০.৩৪	০.২৯	০.৩৫
৭	প্রশাসনিক এবং সাধারন খরচ	০.৪১	০.৫২	০.৩৭	০.২০	০.২৩
৮	মোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন খরচ	৫.৬৯	৫.২২	৪.৯১	৫.১০	৫.২২
৯	অবচয় খরচ	০.৮৬	০.৮৭	০.৯৭	১.২০	১.১৪
১০	কর খরচ	০.০২	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০২
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋনের সুদ	০.৪১	০.৪০	০.৩১	০.৩৭	০.৪০
১২	মোট বিক্রয় খরচ (৮ থেকে ১১)	৬.৯৯	৬.৫৩	৬.২২	৬.৬৯	৬.৭৮
১৩	পরিচালন আয়	-০.৬৯	-০.৫২	-০.৩০	-০.৫১	-০.৪৯
১৪	সরকারী ভর্তুকী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	অপরিচালন আয় -সুদ	০.১২	০.১২	০.১৭	০.৩৪	০.২২
১৬	অন্যান্য অপরিচালন আয়	০.০২	০.০১	০.০১	০.০২	০.০১
১৭	মার্জিন(১৩ থেকে ১৬) (অবচয় সহ)	-০.৫৬	-০.৩৮	-০.১২	-০.১৫	-০.২৭
১৮	মার্জিন (অবচয় বাদে)	০.৩০	০.৫০	০.৮৫	১.০৫	০.৮৭

২০২০-২১ ও ২০২১-২২(এপ্রিল'২২) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য রক্ষনাবেক্ষণ কাজের বিবরণ

সিস্টেম লস লক্ষ্যমাত্রাঃ ১১.৫০%

এপ্রিল'২২ পর্যন্ত অর্জনঃ ১০.১৭%

কাজের বিবরন	ফরিদপুর সদরদপ্তর	বোয়ালমারী জোনাল অফিস	নগরকান্দা জোনাল অফিস	মধুখালি জোনাল অফিস	আলফাডাঙ্গা সাব জোনাল অফিস	পুলিয়া সাব জোনাল অফিস	সদরপুর সাব জোনাল অফিস	সালথা সাব জোনাল অফিস	মোট
এইচটি তার পরিবর্তন (কি:মি:)	২৯১.১০	২৫০	১৭২	১৫৯	১১০	১৬৫	১৭৯	১৪২	১৪৬৮.১০
এলটি তার পরিবর্তন (কি:মি:)	১৪৮.৬	১৩৪	৮৯	৮০.৪	৫৩.৮৫	৮৩.৫	৯৩	৭৩.৫	৭৫৫.৮৫
এনালগ মিটার পরিবর্তন	১০,০৩১	৮,৩১১	৫,৬৫১	৫,১৬৬	৩,৩৩১	৫,৪৩৬	৬,৪৪২	৪,৭৮৫	৪৯,১৫৩
এইচটি/ এল টি কনভার্শন (কি:মি:)	১৩	১১	৮	৭	৫	৮	৯	৭	৬৯
ট্রান্সফর্মার ওয়ারিং/ গ্রাউন্ডিং (টি)	২২৮৭	১৯০৭	১১৬৭	১৪২৮	৮৮৫	১১২৩	১১৯৬	১০১৫	১১,০৩৮
কানেক্টর চাপা (টি)	২১,৪১৫	১৭,৩৫৫	১১,২৫০	১০,৪০৬	৭,৬৩৬	১০,৩৫৩	১১,৪১২	১০,২০১	১,০০,০২৮
কাঠের পোল পরিবর্তন (টি)	৯৭	৬৭	৪৮	৬৩	৩০	৪৭	৪১	৪৬	৪৩৯
কাঠের ক্রস আর্ম পরিবর্তন (টি)	৮৪১	৬৭০	৫৬০	৪২১	২৭০	৪৪৫	৩৪১	৪০০	৩,৯৪৮
১১ কেভি ফিডার বাইফার্কেশন (টি)	১১	১	৬	৪	১	৩	৩	২	৩১
ন্যাকেড ফিউজ পরিবর্তন (টি)	১,৩৭০	১,০০৯	৬১০	৬১০	৭৯০	৫৪১	৬৮১	৫৪০	৬,১৫১
ওভারলোড ট্রান্সফর্মার পরিবর্তন (টি)	১৪৮	১৫২	৯৪	৯৬	৮৪	৯৩	১০৭	৭৮	৮৫২
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ	১	০	১	০	০	০	২	০	৪
৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ	গ্রিড হতে দুইটি নতুন ৩৩ কেভি ফিডার চালুর স্বার্থে ১৭.৫ কিমি নতুন ৩৩ কেভি লাইন মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ করে ওভারলোড মুক্ত করা হয়েছে।								

অফিস ও ক্যাম্পাস পরিবেশ ও সৌন্দর্য করণ

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিস ও ক্যাম্পাসের সামগ্রিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদেক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(০১) **"মুজিব বর্ষ "** উপলক্ষে কানেকটিং এপ্রোচ রোডের মেইন গেটের দুই পাশে বিশেষ কায়দায় ০২টি শাপলা প্রতিকৃতি তৈরী পুর্বক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত **"মুজিব স্মৃতি ফটক" (লাইটিং সহ)** তৈরী করা হয়েছে।

(০২) সদর দপ্তরের হাইওয়ের পাশে প্রধান করিডোরে আড়াআড়িভাবে **"ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি"** লেখা সম্বলিত একটি দৃষ্টি নন্দন সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

(০৩) হাইওয়ে থেকে সদর দপ্তরে প্রবেশের জন্য কানেটিং এপ্রোচ রোডটি মেরামতসহ প্রশস্ত ও সুন্দর করা হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রাহকসহ আগত অতিথিদের বসার জন্য ২টি বেঞ্চ তৈরী করা হয়েছে।

(০৪) উক্ত এপ্রোচ রোডের উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট ঝাউ গাছের চারা বিশেষ এক ধরনের ইটের তৈরী টবের মধ্যে স্থাপন করে বিশেষ কায়দায় দৃষ্টি নন্দন লাইটিং করা হয়েছে।

(০৫) কানেকটিং এপ্রোচ রোডের শুরুতে এ্যারো চিহ্নিত একটি ষ্টোন তৈরী করে তাতে লিখা হয়েছে-

হে গ্রাহক এসো
তব সেবার দ্বার আজি খোলা ।

এমন হৃদয়গ্রাহী কাব্যিক ভাষায় গ্রাহক ও আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানানো হয়েছে যা অনেককে আকৃষ্ট করেছে।

(০৬) আগত গ্রাহক ও অতিথিবৃন্দের মটর সাইকেল, ভ্যান/অটো, বাইসাইকেল রাখার জন্য একটি **"যানবাহন পার্কিং"** এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(০৭) "মুজিব বর্ষ" প্রতিপালনে সমিতির প্রধান করিডোরে **"মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার দুর্নীতিকে পরিহার "** এই শ্লোগান সম্বলিত একটি বড় সাইনবোর্ড প্রদর্শন করা হয়েছে। যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে পল্লী বিদ্যুতের সুস্পষ্ট অবস্থান নির্দেশক।

(০৮) ক্যাম্পাসে অবস্থিত মসজিদটিকে এক তলা থেকে দিতলা পর্যন্ত বর্ধিত করে উপরে সুন্দর মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

(০৯) ক্যাম্পাসের আবাসিক এলাকায় পর্যাপ্ত লাইটিং করা হয়েছে। সি-টাইপ কোয়াটারের সামনে একটি দৃষ্টি নন্দন ছাতা সহ ০১টি টি-কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

(১০) সদর দপ্তরের সামনে বাগানে ০২ টি নতুন ক্রিসমাস ট্রি লাগানো হয়েছে এবং ক্রিসমাস ট্রি এর বেদীর চতুর্দিকে ফুলের টব দিয়ে সাজানো হয়েছে। এছাড়াও বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির মৌসুমি ফুল গাছ যেমনঃ বাহারি রঙের গোলাপ, গাধা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ডায়ান্থাস, মুসুন্ডা, রঙ্গনসহ নতুন ফুলের চারা লাগিয়ে আরও দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে।

(১১) অফিস ভবন গেটের উভয় পার্শ্বে সুন্দর মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী তৈরি করা হয়েছে।

(১২) ক্যাম্পাসের পিছনে সাব ষ্টেশন সংলগ্ন করিডোরে একটি গেট সহ **"ওয়াচ টাওয়ার"** স্থাপন করা হয়েছে।

(১৩) ক্যাম্পাসের পিছনে একটি হাজামাজা খাল ছিল যা খনন করে মাছ ছাড়া হয়েছে। এর চারিপার্শ্বে লাইটিং এর ব্যবস্থা করে দৃষ্টি নন্দন সহ নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে।

(১৪) সদর দপ্তরে ৩৩ /১১ কেভি ২৫ এমভিএ উপকেন্দ্রটিকে একটি আদর্শ উপকেন্দ্র হিসেবে রুপান্তর করা হয়েছে এবং দৃষ্টি নন্দন লাইটিং সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এর অনুকরণে অন্যান্য ১৫টি উপকেন্দ্রকে আদর্শ উপকেন্দ্র হিসেবে রুপান্তর করা হচ্ছে।

(১৫) এক অবস্থানে সেবা বুথের পাশেই একটি সুন্দর টি-কর্নার চালু করা হয়েছে। এতে করে অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী গনের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং গ্রাহক সদস্যগনের মধ্যে সন্তুষ্টির নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

(১৬) অফিসের ২য় তলায় একটি দৃষ্টি নন্দন **"মুজিব কর্ণার"** স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানে বঙ্গবধুর জীবনী ও তার রচিত অনেক বই সাজানো রয়েছে।

(১৭) নবনির্মিত সুইচিং স্টেশনের পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনে ফলজ/বনজ গাছপালা ফুল দিয়ে করিডোর সজ্জিত করা হয়েছে। এছাড়া সুইচিং স্টেশনের ফেন্সিং ও প্যাডগুলোতে লাল সাদা রং দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং পাথরগুলোতে সবুজ রঙের ছোঁয়া দেওয়া হয়েছে। সুইচিং স্টেশনের রাতের সৌন্দর্যকে আরও দৃষ্টি নন্দন করার জন্য চারপাশের মেঝের উপরে গ্লোব লাইট লাগানো হয়েছে।

(১৮) স্টোর ব্যবস্থাপনাঃ ট্রান্সফরমারগুলোকে সাইজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে সাজানো হয়েছে এবং বিনস্ট ট্রান্সফরমারগুলোকে আলাদা করে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত

অত্র পবিসের ০৯টি উপজেলা যথাক্রমে ফরিদপুর সদর, আলফাডাঙ্গা, চরভদ্রাশন, নগরকান্দা, সালথা, মধুখালী, বোয়ালমারী, ভাঙ্গা ও সদরপুর শতভাগ সম্পন্ন পূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে।

আলোর ফেরীওয়ালা :

অত্র সমিতির সদর দপ্তরসহ প্রত্যেকটি জোনাল, সাব জোনাল, এরিয়া ও অভিযোগ কেন্দ্র হতে আলোর ফেরীওয়ালার মাধ্যমে ৪১১৪ টি ভ্যান যোগে ৩০২৬২ টি নতুন সংযোগ ৪২৫১০টি অভিযোগ সমাধান করা হয়েছে।

এছাড়াও নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক রচিত ‘‘আলোর ফেরীওয়ালা” নামের হৃদয়গ্রাহী একটি কবিতা বাপবিবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাধ্যমে সকল সমিতিতে সকলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

উঠান বৈঠক :

অত্র সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল/সাব জোনাল অফিসের মাধ্যমে ইতিমধ্যে মোট ৮৮৪ টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে।

দুর্নীর্তি বিরোধ কার্যক্রম :

সরকারের দূর্নীর্তি বিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাপবিবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অধিনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ষ্টাফ মিটিং,বিশেষ নিরাপত্তা সভাসহ সকল পর্যায়ের আলোচনা ও মোটিভেশন মিটিং সহ কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীর্তি বিরোধী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ পুনঃ পুনঃ মাইকিং করা হয়েছে। ঠিকাদার ও ইলেকট্রিশিয়ানদের আলোচনা ও মনিটরিং এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে একটি দুর্নীর্তি বিরোধী বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উঠান বৈঠক ও আলোর ফেরীওয়ালা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ফলে মাঠ পর্যায়ে দুর্নীর্তি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ :

দূর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রত্যেকটি ষ্টাফ সভায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তদুপরি বিশেষ করে সমিতির সকল লাইনক্রুদের গ্রুপ তৈরী করে একাধিকবার বিশেষ নিরাপত্তা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় কেস ষ্টাডি সহ নিরাপত্তা বিধি নিয়ে আলোচনা ও সঠিক মনিটরিং এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে এখন পর্যন্ত কোন লাইনম্যান কাজ করতে গিয়ে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয় নাই।

স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে সম্পর্ক :

ফরিদপুর জেলার ০৯টি উপজেলায় ০৪ জন মাননীয় সংসদ সদস্যই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের সাথে সুস্পর্ক স্থাপন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সর্বস্তরের প্রশাসনের সহিত সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের সাথে সুসম্পর্ক ও ভারসাম্য মূলক গ্রাহক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে অত্র পবিস প্রশাসনিক, আর্থিক ও কারিগরি দিক থেকে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কর্মসুচী

ক্রঃ নং	উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান কার্যক্রম	সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্বিপাক্ষিক /বহুপাক্ষিক সমন্বয়যোগ্য বিষয়	বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ
১	২	৩	৪
১	শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	অত্র সমিতির আওতাধীন ০৯টি উপজেলা যথাক্রমে ফরিদপুর সদর , চরভদ্রাসন, আলফাডাঙ্গা, মধুখালী, নগরকান্দা, সালথা, সদরপুর, বোয়ালমারী ও ভাঙ্গা উপজেলাসমূহ শতভাগ বিদ্যু তায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে ।
২	বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্রের আপগ্রেডেশন	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	৩৯৬ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন এর তার আপগ্রেডেশন করা হয়েছে। নতুন ২৬টি ১১ কেভি ফিডার চালু করা হয়েছে ও ০২টি ফিডার বাইফারকেশন কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে মোট ফিডারের সংখ্যা ৮২টি। ০২টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।
৩	ই-নথি	জেলা প্রশাসন ও সকল উপজেলা বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	দ্রুত ই-নথি ও পেপারলেস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
৪	সোলার সেচ পাম্প স্থাপন	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	২০২০ সাল নাগাদ ৫০টি সোলার সেচ পাম্প অত্র জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে আগ্রহী ৮১ জন কৃষকের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫	আলোর ফেরিওয়ালা কার্যক্রাম	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগসহ অন্যান্য সেবা দ্রুত প্রদানের জন্য আলোর ফেরিওয়ালা কর্মসুচী অব্যাহত রাখা হয়েছে
৬	“আমার গ্রাম আমার শহর” বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	“আমার গ্রাম আমার শহর” বিনির্মানে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে । এ উদ্দেশ্যে সেচ, শিল্প ও বাণিজ্যক গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ তরান্বিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া চলমান।
৭	উঠান বৈঠাক সংক্রান্ত	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	অত্র পবিস এর ৪,৪০,৫৬০ জন সম্মানীত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ-কে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনা বৃদ্ধি ও রাইট অব ওয়ে করণ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রতি ৮৮৪ টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে ।
৮	স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	অত্র পবিস এর ভোগলিক এলাকায় ১৩০৩টি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠণের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্মত ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
৯	দুর্যোগে আলোর গেরীলা কার্যক্রম	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	চলমান বৈশ্বিক করোনা দূর্যোগ ও কাল বৈশাখী ঝড়, ঘুর্ণিঝড় আম্ফানসহ যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় অত্র পবিসে ইতোমধ্যে ৩৩টি দুর্যোগে আলোর গেরীলা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কোন পরিস্থিতিতে ৪,৪০,৫৬০ জন বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক তথা জেলার ১৭ লক্ষ জনগণকে বিদ্যুৎ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

১০	অফগ্রিড এলাকায় বিদ্যুতায়ন	সকল উপজেলা ও বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন	অত্র পবিস এর অফগ্রিড এলাকায় সাব মেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার ০৭টি ইউনিয়ন ও মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ০৩টি ইউনিয়নের প্রায় ১২,০০০ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ অব্যাহত আছে এবং শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অফগ্রিড এলাকা চরসালিপুর গ্রামে ও কবিরপুর গ্রামে ০২টি অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে চরসালিপুর গ্রামে অভিযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং চর এলাকায় গত ০১/০৩/২০২১খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উপস্থিতিতে শুভ গ্রাম বিদ্যুতায়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে অফগ্রিড এলাকায় সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়ন করাসহ ১১,৬৩৬জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

পবিসের কারিগরী সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রমিক নং	সমিতির প্রধান প্রধান কারিগরী সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সম্ভাব্য সমাধানের জন্য করনীয়
১	**মালামালের ঘাটতিঃ** পবিস স্টোরে মালামালের ঘাটতি (বিশেষ করে মিটার, ট্রান্সফরমার, ইনসুলেটর, ক্রসআর্ম, কাট-আউট, সার্ভিস ড্রপ তার ইত্যাদি) থাকায় লাইন আপগ্রেডেশন, কনভার্সন ও নতুন লাইন নির্মানে সমস্যা সহ বিভিন্ন সময়ে তাৎক্ষনিক ভাবে অভিযোগ সমস্যা নিরসন করা সম্ভব হয় না।	লীড পবিস ও বাপবিবো হতে পবিস স্টোরে মালামাল বরাদ্দ করা এবং প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাপবিবোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতি স্টোরে মালামাল সংগ্রহ করা।
২	**গ্রীডের অবস্থানঃ** ফরিদপুর পবিসের সকল লোড একটি মাত্র গ্রীড উপকেন্দ্র হতে সরবরাহিত হয় এবং গ্রিড উপকেন্দ্র ভৌগলিক দিক বিবেচনায় পবিসের এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় ৩০ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি।	জরুরী ভিত্তিতে ভাঙ্গা গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মান কাজ শেষ করা প্রয়োজন।
৩	**৩৩ কেভি ফিডারের সংখ্যাঃ** ফরিদপুর পরিসের ০৭ টি ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে ১৬ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র চালু রয়েছে বিধায় প্রতিটি ৩৩ কেভি লাইনে একাধিক উপকেন্দ্র বিদ্যমান। প্রতিটি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জন্য আলাদা সোর্স লাইন থাকা উচিত।	ক্রম বর্ধমান লোড বিবেচনায় ফরিদপুর গ্রীড উপকেন্দ্র হতে নতুন ০৩ টি বে ব্রেকার স্থাপন করা প্রয়োজন।
৪	**এইচটি/এলটি অনুপাতঃ** সিস্টেম লস হ্রাসের স্বার্থে বিতরণ ব্যবস্থায় এইচটি এলটি লাইনের অনুপাত ৭০:৩০ হওয়ার কথা থাকলেও অত্র পবিসের এইচটি এলটি লাইনের অনুপাত ৬৫.৩৫:৩৪:৬৫	এইচটি লাইনের তুলনায় এলটি লাইনের লস বেশি হয় বিধায় দ্রুত এলটি লাইন গুলো কনভার্সন করে এইচটি লাইনে রুপান্তর করা প্রয়োজন। বর্তমানে চলমান প্রক্রিয়াধীন।
৫	**গ্রাহক ঘনত্বঃ** অত্র পবিসের ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার গ্রাহকের বিপরীতে স্থাপিত লাইনের পরিমান প্রায় নয় হাজার বিরানব্বই কিঃমিঃ। লাইনের পরিমানের তুলনায় গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়ায় অত্র পবিসের ৩৩/১১/০.৪১৫ কেভি লাইনের দৈর্ঘ বেশি যা লাইন লস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।	লাইন লস তথা লাইনের দৈর্ঘ্য কমানোর স্বার্থে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় সমিতির অর্থায়নে নতুন ০৪ টি উপকেন্দ্র নির্মান কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
৬	**নদী ভাঙ্গনঃ** অত্র পবিসের আওতায় পদ্মার চরে জেগে ওঠা অফগ্রীড এলাকা ১০ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। বর্ষা কালে উত্তাল পদ্মার স্রোতে উক্ত এলাকা সমূহ আকস্মিক ভাঙ্গনের কবলে পড়ে যে কারণে বিতরন লাইন প্রায়শই খুলে আনতে হয় এবং বিকল্প লাইন নির্মান করতে হয়।	পদ্মার পারে জেগে উঠা চরে ভাঙ্গন রোধে সরকার কর্তৃক বাঁধ নির্মান ও নদী শাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭	**রাইট অব ওয়েঃ** ভৌগলিক বিবেচনায় ফরিদপুরে গাছপালা বিশেষ করে বাঁশ ঝাড়ের পরিমান বেশি। ঘন গাছপালা ও বাঁশঝাড় প্রবন এলাকায় সঠিক পরিমান রাইট অব ওয়ে করা হলেও ঝড়বৃষ্টির দিনে গাছের/বাঁশের ডাল পালা ভেঙ্গে লাইনের উপর পড়ে যে কারণে লাইনে ফল্ট হয় ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে।	ঘন গাছপালা প্রবন এলাকায় আন্ডার গ্রাউন্ড/কভার্ড তারের লাইন নির্মান করতে হবে।

৮	**এনালগ মিটারঃ** অত্র পবিসের অধিকাংশ এনালগ মিটার পরিবর্তন করা হলেও প্রায় ৫০ হাজার এনালগ মিটার গ্রাহক প্রান্তে রয়েছে। উক্ত এনালগ মিটার সমূহ দীর্ঘ দিন ব্যবহারজনিত কারণে স্লো ঘুরে যা সিস্টেম লস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।	ডিজিটাল মিটার প্রাপ্তি সাপেক্ষে অত্র পবিসের অবশিষ্ট এনালগ মিটার সমূহ দ্রুত পরিবর্তন করা প্রক্রিয়া চলমান।
৯	**#৩এসিএসআর তারঃ** অত্র পবিসের আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের আওতায় অদ্যবদি #৩এসিএসআর তার বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান লোড বিবেচনায় #৩এসিএসআর তারের পরিবহন ক্ষমতা কম থাকায় সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাচ্ছে।	পবিসের সকল #৩এসিএসআর তার পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বাপবিবো কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী তার সরবরাহের/ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রক্রিয়া চলমান।
১০	**কারিগরী প্রশিক্ষনের অভাবঃ** অত্র পবিসের উপদেষ্ঠা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিলের পর নির্মান বিভাগের কাজ পবিসে লোকবলের মাধ্যমে করা হলেও স্টেকিং সীট ডিজাইন, এজবিল্ট, ক্লোজ আউট, কী-ম্যাপ, ডিটেইল ম্যাপ প্রস্তুত ইত্যাদি কাজে পবিসের লোকবলের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও লোকবলের ঘটতি রয়েছে।	পবিসের কারিগরী লোকবল বৃদ্ধিসহ কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
১১	**লাইনে স্থাপিত মালামালের গুনগত মানের অভাবঃ** পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে নিম্নমানের ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের ফলে চলমান লাইনে বিভিন্ন সময়ে উক্ত ইকুপমেন্ট সমূহ অকেজো হয়ে যায় যা গ্রাহক ভোগান্তির অন্যতম কারণ।	মান সম্পন্ন ইকুপমেন্ট ক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
১২	**উপকেন্দ্রের নিরাপত্তাঃ** বিভিন্ন উপকেন্দ্র নির্জন স্থানে হওয়ায় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় রাতে চুরি/ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিপূর্বে অত্র পবিসের দুইটি উপকেন্দ্রে এমন ঘটনা ঘটেছে।	উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য রাত্রিকালিন নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১৩	**নতুন লাইন নির্মানঃ** নবনির্মিত ঘরবাড়ীর জন্য নতুন লাইন নির্মানের জন্য মাইলেজ বরাদ্দ না থাকায় নতুন লাইন রক্ষনাবেক্ষন কার্যাদেশে নির্মান করায় রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।	শতভাগ/ অন্য যেকোন প্রকল্পে মাইলেজ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১৪	**সাবমেরিন ক্যাবল ড্রেজিং করে স্থাপনঃ** সাবমেরিন ক্যাবল ড্রেজিং করে স্থাপন না করে অত্র পবিসের আওতায় অফগ্রিড এলাকা বিদ্যুতায়নের স্বার্থে ০৪ টি পয়েন্টে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবল ড্রেজিং না করেই স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত স্পট সমূহে নৌ যান চলাচলের কারণে সাবমেরিন ক্যাবল সমূহ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবল সমূহ দ্রুত ড্রেজিং করে নদীর অন্তত ৩০ ফুট গভীরতায় স্থাপন করতে হবে।